প্রথম আলো

তারিখ ... 31 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

বরগুনায় দেড় মাস ধরে বিস্কুট বিতরণ বন্ধ

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে উপস্থিতির হার কমেছে

বরগুনা প্রতিনিধি ●

বরগুনার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার উচ্চ পুষ্টিসম্পন্ন বিস্কুট বিতরণ কার্যক্রম স্থগিত থাকায় শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। অন্যদিকে বিদ্যালয়গুলোতে রাখা বিস্কুটগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার পোটকাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ৯ জুন বিশ্ব খাদ্য সংস্থার দেওয়া বিস্কুট খেয়ে চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনেকে তাকে দেখে আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়ে। জেলা প্রশাসক স্বপন কুমার সরকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এই বিস্কুট বিতরণ কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ রাখতে অনুরোধ করেন।

সরকার ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করলেও কমিটি এখনো কোনো প্রতিবেদন দিতে পারেনি। ফলে পুনরায় শিশুদের মধ্যে বিস্কুট বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা যাচ্ছে না।

বরগুনার সিভিল সার্জন এ এইচ এম জহিরুল ইসলাম জানান, তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন বিস্কুটে কোনো সমস্যা নেই। এমনকি কেমিক্যাল টেস্টেও কোনো ক্ষতিকর উপাদান পাওয়া যায়নি। মূলত পুরো বিষয়টিই ঘটেছে আতঙ্কিত হওয়ার কারণে।

ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুর রহমান বলেন, যখন বিদ্যালয়ে শিশুদের বিস্কুট দেওয়া হতো, তখন শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার ছিল ৯৫ শতাংশেরও বেশি। বর্তমানে তা ৭৫ শতাংশে নেমে এসেছে। জেলা প্রশাসক স্বপন কুমার সরকার বলেন, মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিস্কুট বিতরণ কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হবে।